আমাকে ভোট দিন
বাসুদেব দেব

যারা ভালোবাসে তারা দুঃখ পায় জানি
তবু তারা গান গায় স্বপ্ন দেখে
স্বপ্নও দেখায়
তাদের পথের কাঁটা দাঁত দিয়ে
তুলে নেব অমি

মুছে দেবো সব মনস্তাপ
সব ভুল বোঝাবুঝি
আমি দেবো গোপনে চালান করে
হাতে হাতে সুগন্ধ বাতাস ভরা চিঠি
বেকারেরা কাজ পাবে
বাসা ভাড়া পাবে সুবিধায়
সহজ কিস্তির শর্তে ক্যাটারার, ভিডিওর ছবি
ঝামেলা বিহীন রেজিস্টার

যারা ভালোবাসে তারা দুঃখ পায় জানি
হয়তো লুকিয়ে কাঁদে এবং কাঁদায়
তারা সব সুখী হবে
তাদের পথের কাঁটা দাঁত দিয়ে
তুলে নেব আমি
এই ভোটে ক্ষমতায় এলে

শান্তিনিকেতন
মতি মুখোপাধ্যায়

এ বসন্তের গাছেরাও রঙে রঙে শরীর রাঙালো
যে গান যায়নি শোনা সুরে তার দুলে ওঠে বন
পথের পাগল এক, কালিমুখ, বিষাদ বাড়ালো।

অভাব যন্ত্রণা মুছে ঘরে আজ শান্তিনিকেতন।

দুলতে দুলতে মেয়ে কখন যে দোলনচাঁপায়
ঝুনো থাকে কোন ডালে, কারো জন্য সে আজ উন্মন

দরজাটা খোলা দেখি, আজ তোকে মাখাবোই রং
পুড়িয়েছি খড়কুটো, আগুনের খিদে খুব, শোন
বৃথা বাধা বসনের, দেহ নাচে রংচঙে সং।
অভ্যাসের নেশা ঘোর, হোক তবু শান্তিনিকেতন।

কথা নয়, কথার অধিকার
কৃষ্ণা বসু

কথা দিয়ে আজকাল আমার বন্ধুরা অপছন্দ ব্যক্ত করে না, অভিব্যক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেয় প্রত্যাখা, বিরূপতা, নিশ্চিত নিষ্ঠুরতা, -সব। খুব সম্প্রতি আমি আবিষ্কার করেছি মানুষের কথা চেয়েও ভয়ঙ্কর মারাত্মক গূঢ় অর্থবহ অপরিসীম ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের অভিব্যক্তি, অভিব্যক্তিগুলি। সে সব অভিব্যক্তির কোনো যথাযথ অনুবাদ হয় না তাদের কোনা প্রিতশব্দ কেউ কোথাও খুঁজেও পায়নি। শুধু ভাবে ও ভঙ্গিতে, শুধু আঙ্গিক ভাষায় মানুষ যেভাবে তার অপছন্দ, অনুরাগ ঘোর ক্রোধ কিম্বা প্রত্যাখান প্রতিরোধ ব্যক্ত করতে পারে, কথা গুলি কথা মালা, কথা শিল্প, শিল্পকথা সেখানে নিত্যন্তই ছেলে মানুষ, নাবালক, সম্পূর্ণতাহীন।

আজকাল আমি মানুষজনের কথাকে ভয় পাইনা, না বলা কথার ভঙ্গিকে ভয় পাই, আমি জানি কথা যেখানে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়, অভিব্যক্তি ও ইশারা সেখান থেকে তার যাত্রা আরম্ভ করে, আমাদের সমস্ত কথারা সেইখানে গিয়ে চুপ করে থাকে, শীত করে, খুব শীত করে, কথা নয়, না-কথাকে ভয় পাই খুব।

বাঁকুড়া সিরিজ
সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

বাঁকুড়া সিরিজ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চোখ ভরে আসে
গাছ থেকে নেমে আসে সবুজ রঙের নৌকাখানি
স্বর্ণকূশীর বর্ণ চিনতে গিয়ে কত পাতা পোঁজা
হেলতে দুলতে জ্যোৎস্নায় সেই চেনা নদী – ঠাকুরাণী-

অল্প জলে ফিরে যাচ্ছে, তার পাশে পড়শি গ্রামটুকু
সরল চিহ্নের প্রেমে মাটিতে নামিয়ে রাখা মাথা
অসমান ধুলোপথে গান নিয়ে ফিরছে রাখাল
কাঠকুড়োনোর শেষে সন্ধ্যা-বাঁরোয়ার শব্দে কবিতার পাতা

ক্ষত বিক্ষত যত অক্ষরকে আগলে রাখে গুপ্তধন ভেবে

ডাকলেই গেছি
ব্রত চক্রবর্তী

আমি তো উন্মুখ নদী,
স্পষ্ট করে যেতে বল, যাব।
না ডাকলে দেমাক দেখাব।
আমন্ত্রণহীন কারও কাছে যেতে আর
এক পা চলে না।
মিছিমিছি ভোগান্তি হয়েছে অনেকের কাছে,
অনেক জরুরি ডাকে বঞ্চনা সয়েছি,
কথায় স্মৃতির ঘরে না-ই গেলাম।
নাকো খৎ দিয়েছি, দিলাম।
তবু এলাম এই ঢেউ ঝামরিয়ে
নিজের জরুরি খেলা ফেলে।
ডেকেছিলে বলে।
ডাকলেই গেছি,
না ডাকলেই ঈশ্বরের সভা আমি
তুড়ি মেরে যাব না বলেছি।

ময়ূরপাহাড়ে মেয়েরা
রবীন্দু বিশ্বাস

অযোধ্যা পাহাড় থেকে কখন যে পড়ে গেল সূর্য টের পেল না মেয়েরা।
সেলফোনে পাহারা ও সতর্কবেড়া দিয়ে রেখেছেন অভিভাবক,
তবু অভিজ্ঞতা উলটিয়ে কেউ কেউ দেখছেন,
পাতায় মোড়া মাংস পুড়ছে আগুনে, কাঠকুটোর ঠেলায়
ধোঁয়া হয়ে ওপরে উঠছে আগুন, গাছের পাতায়
নেমে আসছে গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলো,
ময়ূরপাহাড়ের চাটানে খেলা করছে, তার, আগুনে ও ছায়ায়
নেচে উঠছে শরীর, শালপাতার দোনায় ওরা পান করছে তদ্ভব
মহুয়া।
গন্ধে, নাকি ওদের বিপদ রুখতে
চারধারে এসে দাঁড়িয়েছে নিয়মিত ভল্লুক
একশরীর মাংস নিয়ে বুনো শুয়োরেরা দেখছে
আজ কোনো তির ধনুক নেই,
মেয়েরা কী খাবে ভাবতে ভাবতে মনে হচ্ছে ওদের
খুদকুড়ো ডিম নিয়ে ময়ূরপাহাড়ের চাটানে হেঁটে আসছে পৌরাণিক পিঁপড়ে

পোস্টস্ক্রিপ্ট
অপীপ ঘোষ

নদীর সঙ্গে ছুটব বলে স্রোতে দিলাম পা
ছোটার আগেই আকাশখানা ছেয়ে ফেললো ধুলো
বিকট রোদ ফাঁক করেছে মাটি বুকের রস
সবুজগুলো হলুদ হয়ে একটা হময় হাওয়া
লোপাট হয়ে কোথায় যাবে শেষতক তো ফেরা
ঘোড়ার পায়ে ফেরার ঘন্টা মাথায় ঢুকে বাজে
ভীমসেন বা রিমকি মার্টিন অথবা তানসেন
সবার গায়ে চলার গন্ধ ধুলোয় ধূলাক্কার
বল মা তুই আমায় নিয়ে ছুটবি কত আর

ক্যারাভান
নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

কফিনের বোঝা নিয়ে নিঃশব্দে চলেছে ক্যারাভান।
দুপাশে তরঙ্গহীন বালি-সমুদ্র, মৃত্যুর ইশারা জেগে
আছে। চাবুকের নির্মম দাগ শরীরে, হাজার
চোখে তাকিয়ে দেখছে খুজুর গাছের শ্রেণীবদ্ধ সারি।
কফিনের বোঝা নিয়ে নিঃশব্দে চলেছে ক্যারাভান।

প্রতিটি কফিনের ঢাকনা খোলা। বিশাল নীল আয়নাতে
মুখ দেখছে সমবেত মুখগুলি। অ্যাসিড জ্বলে যাওয়া
বীভৎস মুখ সব, চোখের বদলে অন্ধকার
কোটোর, তার মধ্যে কুন্ডলী পাকিয়ে নীল সাপ।

...চোখ নেই? তাহলে কী দেখছে? ওরা
বেঁচে আছে? কফিনের মধ্যে যারা জায়গা
পায় তারা বেঁচে থাকে? এতগুলি মুখ শ্রমিকের?

বেঁচে থাকা মানে ক্রুশকাঠে বিদ্ধ হওয়া প্রতিতিন।
প্রতিদিন অন্ডকোষে লক্ষ আলপিন, শরীরে
বিছের কামড়, তারপর অশ্বক্রোধে, ক্ষোভে
নিজেরই লিঙ্গ মুখে পুরে নেওয়া...

কফিনের বোঝা নিয়ে নিঃশব্দে চলেছে ক্যারাভান
ঐ যাত্রা অভিশপ্ত, তোমার আমার সকলের...